কক্সবাজারে একটি অনুরূপ কম্পাউন্ড আছে যা এগগোমা খাইং নামে পরিচিত, যা একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। প্রধান প্রার্থনা হল স্থল থেকে গোলাকার কলামের একটি সিরিজ উত্থাপিত হয়। লামা বাজারে ভিন্ন বৌদ্ধদের একটি সক্রিয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাদের দৈনিক পূজা পালন করছে। চক্রের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বৌদ্ধ চিত্র / দৃশ্যের একটি সূক্ষ্ম সংগ্রহ, বেশিরভাগই বার্মিজ মূল।

পরে, অঞ্চলটি মোগের জলদস্যুতা এবং ব্রিগেডদের প্রিয় স্থান ছিল, যারা পর্তুগিজদের সাথে 17 শতকের বঙ্গোপসাগরে উপদ্রব করত। মগ তাদের হস্তশিল্পের মাধ্যমে তাদের উপজাতীয় উপায় বজায় রেখেছে, তাদের হাতে তৈরি কর্ক এবং তাদের আলংকারিক শেলের কাজ। কক্সবাজারে লজ্জাজনক এবং বিনয়ী মগ কারিগরদের কর্মস্থলে দেখতে এখনও সম্ভব।

এটি থেকে দূরে পেতে সমস্ত সৈকত আছে, সাধারণত বেশ কয়েকটি প্রথম কয়েক শত গজ জন্য স্থানীয় পর্যটকদের সঙ্গে ভাল populated। কিন্তু এর চেয়েও বেশি 70 মাইল (112 কিলোমিটার) রৌপ্য-সোনা বালি এবং সর্বাধিক উপভোগ্য সৈকত বামকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।